সংবাদ

তারিখ ... 2 DEC 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ .....

মন্ত্রী ও এমপিদের পরস্পরবিরোধী তদবির

৪০ সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ ও ৯টিতে উপাধ্যক্ষ নিয়োগ বাধাগ্রস্ত

রাকিব উদ্দিন

গত ৫ আগস্ট বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর একেএম ছালামত উল্লাহকে নওগাঁ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে বদলির প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সে অনুযায়ী তিনি নওগাঁ কলেজে যোগদান করতে গেলে উপাধ্যক্ষ রেজা সারোয়ার এবং কলেজ ছাত্রলীগের ক্যাডাররা তাকে কলেজ থেকে বের করে দেয়। এভাবে তিন দফা গিয়েও ছালামত উল্লাহ অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেননি।

জানা গেছে, উপাধ্যক্ষ রেজা সারোয়ার এবার সহযোগী অধ্যাপক থেকে পদোন্নতি পেয়ে অধ্যাপক হয়েছেন। নওগাঁ কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য জেলার পাঁচজন এমপির ডিও লেটার (চাহিদাপত্র) নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছেন। কিন্তু ২০০৮-০৯ ও ২০১০ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাওয়া জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের বাদ দিয়ে রেজা সারোয়ারকে অধ্যক্ষ না করার পক্ষে ছিল মন্ত্রণালয়। এখন তিনি নিজ উদ্যোগেই নওগাঁ সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের পদ দখল করে আছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তারা মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রফেসর একেএম ছালামত উল্লাহ সংবাদকে বলেন, 'আমি দু'বার নওগাঁ কলেজে যোগদানের জন্য গিয়েছি, কিন্তু উপাধ্যক্ষ রেজা সারোয়ারের সামনেই কিছু ছাত্রনেতা আমাকে কলেজ থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে দিয়েছে। পরে মন্ত্রণালয় আমাকে ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) করেছে'। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মন্ত্রী, প্রভাবশালী আমলা, সরকারদলীয় সংসদ সদস্য (এমপি), বিসিএস শিক্ষা সমিতি ও প্রভাবশালী নেতাদের পরস্পরবিরোধী তদবিরের চাপে ৪০টি সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগ দিতে পারছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একই কারণে বন্ধ রাখা হয়েছে ৯টি কলেজের উপাধ্যক্ষ নিয়োগও। তদবিরকারীরা সবাই চায় নিজ নিজ পছন্দের শিক্ষককে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ করতে। ৪০টি কলেজের নিয়োগ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

নিয়োগ : বাধাগ্রস্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজেও আছে (টিটিসি) ছয়টি। দীর্ঘদিন ধরে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদ শূন্য থাকায় অর্ধশত কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রমে বিরাজ করছে চরম নৈরাজ্য ও অচলাবস্থা। ভেঙে পড়েছে পাঠদান কার্যক্রম। যদিও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, গত প্রায় এক বছর ধরে শিক্ষামন্ত্রী ও সচিব ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণ করায় গুরুত্বপূর্ণ এসব বিষয়ের সিদ্ধান্ত আটকে আছে।

জানা যায়, নওগাঁ জেলার নজিরপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের পদটি শূন্য আছে প্রায় এক বছর ধরে। সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের পদটি প্রফেসর (অধ্যাপক) পদমর্যাদার। অথচ প্রায় এক বছর ধরে নজিরপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বে আছেন সহকারী অধ্যাপক সুভাষীশ কুমার মন্ডল।

এ বিষয়ে সুভাষীশ কুমার মন্ডল সংবাদকে বলেন, 'আমি এক বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করছি, আবার নিয়মিত ক্লাসও নিচ্ছি'। দীর্ঘদিন অধ্যক্ষের পদ শূন্য থাকার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'হয়তো ছোট কলেজ হওয়ায় বড় মাপের অধ্যাপকরা এখানে আসতে চান না। না হয় অন্য কোন কারণেও সরকার এই কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগ দিচ্ছে না'। যেসব কলেজে অধ্যক্ষ নেই

যেসব কলেজে অধ্যক্ষের পদ শূন্য সেগুলোর বেশিরভাগই উপজেলা ও থানা পর্যায়ের। জেলা সদরের কোন কলেজের অধ্যক্ষের পদ খালি নেই। অধ্যক্ষের পদ শূন্য থাকা অন্য কলেজগুলো হলো- মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর সরকারি কলেজ, ফরিদপুরের চরভদ্রাসন সরকারি কলেজ, গোপালগঞ্জের সাতপাড় নজরুল সরকারি কলেজ, শেরপুরের শ্রীবরদী সরকারি কলেজ, নরসিংদীর হাজী এবি কলেজ, চট্টগ্রামের বাঙ্গরামুড়া সরকারি কলেজ, কক্সবাজার সরকারি মহিলা কলেজ, ফেনীর ফুলগাজী সরকারি কলেজ, পটুয়াখালীর সরকারি কলেজ, লক্ষ্মীপুরের আ.ন.ম আবদুর রব সরকারি কলেজ, কুমিল্লার বড়ুড়া সরকারি শহীদ স্মৃতি কলেজ ও দেবিদ্বার সুজাত আলী কলেজ, সিলেটের বিয়ানীবাজার সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর সরকারি কলেজ ও কাজীপুর মনসুর আলি কলেজ, গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, খুলনার পাইওনিয়ার মহিলা কলেজ, সাতক্ষীরার কলারোয়া সরকারি কলেজ, যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহের শৈলকুপা সরকারি কলেজ, নড়াইল ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, বরিশালের সরকারি বাকেরগঞ্জ কলেজ, পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া সরকারি কলেজ এবং ঝিনাইদহের মহেশপুর ডিগ্রি কলেজ। এছাড়া সিলেটের মাদ্রাসা-ই-আলিয়ায় অধ্যক্ষ নেই। আর সহযোগী অধ্যাপক সমমানের নারায়ণগঞ্জের আদমজীনগর এমডব্লিউ সরকারি কলেজ ও নওগাঁর জাহাঙ্গীরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের পদও দীর্ঘদিন ধরে খালি আছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব অলিউল্লাহ মো. আজমতগীর সংবাদকে বলেন, 'সমিতির পক্ষ থেকে শিক্ষকের পদায়নের জন্য কোন তদবির করা হয় না। আমরা চাই যোগ্য এবং দক্ষ কর্মকর্তাদের অবিলম্বে কলেজগুলোর অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হোক'।

তিনি বলেন, 'শিক্ষা ক্যাডারে বর্তমানে প্রায় আটশ' প্রফেসর কর্মরত আছেন। এখানে সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তার অভাব নেই। কিন্তু অযোগ্য ও অদক্ষ লোকদের কলেজের অধ্যক্ষ করা হলে এর দায়-দায়িত্ব সমিতি বহন করবে না'।

যেসব কলেজে উপাধ্যক্ষ নেই সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষের পদটি সহযোগী অধ্যাপক সমমানের। বর্তমানে আটটি কলেজের উপাধ্যক্ষের পদ খালি আছে। সেগুলো হলো গোপালগঞ্জের রামদিয়া এসকে কলেজ, চট্টগ্রামের হাজী এবি সরকারি কলেজ, পলাশবাড়ি সরকারি কলেজ, কুড়িগ্রামের উলিপুর সরকারি কলেজ, লালমনিরহাটের মজিনা খাতুন সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহের সরকারি কেসি কলেজ ও সরকারি নুরুন্নাহার মহিলা কলেজ এবং নড়াইল ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ।

অধ্যক্ষবিহীন ৬টি টিটিসি : খুলনা টিটিসি, যশোর টিটিসি, কুমিল্লা টিটিসি, ফেনী টিটিসি, ময়মনসিংহ টিটিসি (পুরুষ) এবং ফরিদপুর টিটিসি। এসব প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষের পদ শূন্য থাকায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে।

অধ্যাপকের এসিআর মূল্যায়নের দায়িত্বে সহযোগী অধ্যাপক : যেসব কলেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য আছে, সেগুলোর বিভিন্ন বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে আছেন অধ্যাপক। ফলে এখন অধ্যাপক পদ সমমানের বিভাগীয় প্রধানের এসিআর (বার্ষিক চারিত্রিক প্রতিবেদন) দিতে হচ্ছে সহযোগী অধ্যাপক পদ সমমানের কর্মকর্তাকে। এটিকে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা নিজেদের জন্য চরম অবমাননাকর হিসেবে অভিমত করেছেন।